অধ্যায় ১০ : অভিসন্ধর্ভ রচনার খুঁটিনাটি— প্রুফ সংশোধন

বিন্যাসক্রম

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১০.২ পরিচিতি
১০.৩ প্রুফ কাকে বলে?
১০.৪ প্রুফ সংশোধন আসলে কী?
১০.৫ প্রুফ সংশোধনের পদ্ধতি
১০.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১০.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১০.৮ অতিরিক্ত পঠন
১০.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১০.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- প্রুফের বিষয়ে সম্যক ধারণা পাবেন।
- প্রুফ সংশোধনের নানান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১০.২ পরিচিতি

যে কোন একটি গবেশণাপত্র্ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি গবেষণাপত্র্ নির্ভুল ভাবে প্রকাশের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে প্রুফ সংশোধন করা জরুরি। এই অধ্যায়টিতে প্রুফ সংশোধনের নানান স্তর নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

১০.৩ প্রুফ কাকে বলে?

'প্রুফ' হচ্ছে চূড়ান্ত সংশোধিত পাঠ সম্বলিত পাণ্ডুলিপির সেই মুদ্রিত কপিটি যেখানে কম্পোজিটরের নানা রকম ত্রুটি সংশোধন করার অবকাশ থাকে। পাঠকের কাছে একটি বই তখনই সমাদৃত হয় যখন সেটা ত্রুটিহীন ভাবে ছাপা হয়। বিশেষ করে ছাপার ভুল একটি বইয়ের প্রতি পাঠককে বিমুখ করে তোলে। বইকে ত্রুটিহীন করে তুলতেই প্রুফ-সংশোধকের প্রয়োজন। অবশ্য পাণ্ডুলিপি সংশোধকও একটি পাঠকে ত্রুটিহীন করে তোলার জন্যই নিযুক্ত হন।

প্রুফ সাধারণত দু'রকম হতে পারে- পাণ্ডুলিপি যুক্ত অথবা পাণ্ডুলিপি বিহীন। পাণ্ডুলিপি যুক্ত প্রুফও দুরকম-ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সহ প্রুফ আর ত্রুটিহীন পাণ্ডুলিপি সহ প্রুফ। পাণ্ডুলিপি যুক্ত প্রুফ সাধারণত গ্যালি প্রুফ বা প্রথম অসংশোধিত প্রুফ যা সদ্য ছেপে বা 'কম্পোজ' করে বার করা হয়েছে এবং সংশোধক অর্থাৎ 'প্রুফ-রিডার'-এর কাছে সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়েছে। দ্বিতীয় প্রুফ বা চূড়ান্ত প্রুফ দেখার সময় মূল পাণ্ডুলিপি দেখার প্রয়োজন পড়ে না সংশোধকের। এই ধরনের প্রুফকে পাণ্ডুলিপিবিহীন প্রুফ বলা যায়। আবার কখনও এমনও হয় যে একটি পাণ্ডুলিপি দীর্ঘদিন প্রুফ আকারে ছাপাখানার দপ্তরে পড়ে আছে- লেখক বা প্রকাশকের তাগিদে সেই প্রুফ থেকে যখন গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেই প্রুফটিকে মূল পাণ্ডুলিপির সহায়তা ছাড়াই ছাপার ত্রুটিগুলো শুদ্ধ করে দেওয়া হয়। এগুলোকেও পাণ্ডুলিপিবিহীন প্রুফ বলা যায়। ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সেগুলোই যেখানে লেখকের অনভিজ্ঞতা বা অমনোযোগিতা প্রকট। সেই ত্রুটি বানানের হতে পারে, যথার্থ শব্দ, বাগধারা ইত্যাদির প্রয়োগগত হতে পারে, আবার বিন্যাসগতও হতে পারে। অপরিষ্কার বা অস্পষ্ট হাতের লেখাও পাণ্ডুলিপির ত্রুটির অন্তর্গত। এই ধরনের পাণ্ডুলিপি থেকে যখন প্রুফ তৈরি হয়, তখন সেখানে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি থাকাটা অসম্ভব নয়। সেই প্রুফগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সহ প্রুফ বলতে হবে। আর ত্রুটিহীন পাণ্ডুলিপিতে লেখকের অনভিজ্ঞতা বা অমনোযোগিতার কোন চিহ্ন থাকে না; হাতের লেখা থাকে স্পষ্ট। এই ধরনের পাণ্ডুলিপি থেকে যে প্রুফ তৈরি হয়, তা ত্রুটিহীন পাণ্ডুলিপি সহ প্রুফ। প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রুফ কপি তৈরি হয় ত্রুটি সংশোধনের জন্য। সুতরাং ত্রুটিবিহীন পাণ্ডুলিপি থেকে কম্পোজিটর প্রুফ তৈরি করলেও সেখানে নানা ধরনের ভুল থাকার সম্ভাবনা থাকে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। প্রুফ কাকে বলে? (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১০.৪ প্রুফ সংশোধন আসলে কী?

প্রুফ সংশোধনের ইংরাজি প্রতিশব্দ হল 'প্রুফ রিডিং'—যার আক্ষরিক অর্থ হল ছাপার ভুল সংশোধনের জন্য প্রক্রিয়া। কোন লেখা প্রকাশের আগে হাতে লিখে বা টাইপ করে যা প্রস্তুত করা হয় তাকে পাণ্ডুলিপি বলা হয়। একটি পাণ্ডুলিপি থেকে যখন প্রুফ তৈরি হয় তখন সেখানে অনেকরকম ত্রুটি থাকতে পারে। সেগুলো যেমন লেখকের দিক থেকে হতে পারে তেমনি আবার অপারেটর/কম্পোজিটরের দিক থেকেও হতে পারে। আবার প্রথম বা দ্বিতীয় প্রুফ তৈরির পর যে কম্প্যুটারে টাইপ করা হচ্ছে তার যান্ত্রিক বিচ্যুতি ঘটলেও কখনও প্রুফে ভুল থেকে যেতে পারে। লেখার সময় অসাবধানে লেখক একই বানানের শুদ্ধ-অশুদ্ধ বা পুরোনো-আধুনিক রূপ ব্যবহার করতে পারেন, বিরাম চিহ্ন সহ অন্যান্য চিহ্নের প্রয়োগে তাঁর ভুল হতে পারে। আবার কখনও অজ্ঞতাবশত সমার্থক শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারা, অনুচ্ছেদ ইত্যাদির উপযুক্ত ব্যবহারে তিনি যথাযথ নাও হতে পারেন। এই

ধরনের ত্রুটিগুলো পাণ্ডুলিপি পর্যায়েই হয় এবং একজন অপারেটর বা কম্পোজিটর এই ভুলগুলো শুদ্ধ না করলে প্রুফ-সংশোধকের দায়িত্ব বাড়ে। পাণ্ডুলিপি থেকে 'কপি' তৈরির সময় বর্ণ সংস্থাপনে কম্পোজিটর বা অপারেটর ভুল করতে পারেন। এই ধরনের ভুলগুলোর মধ্যে আছে মাত্রা ও অক্ষরের স্থান বিপর্যাস, অপ্রয়োজনীয় ফাঁক দেওয়া বা ফাঁক না দেওয়া, ভুল অক্ষর টাইপ করা, অতিরিক্ত অক্ষর সংযোজন, একই শব্দ বা বাক্যাংশ একাধিকবার টাইপ করা, সংখ্যা ব্যবহার ইত্যাদি। লেটারপ্রেসের যুগে গ্যালি-ট্রেতে যান্ত্রিক গোলযোগ হলেও প্রুফে ত্রুটি দেখা যেত। যেমন অক্ষর ভেঙে যাওয়া, অক্ষর ওপরে উঠে যাওয়া বা নিচে নেমে আসা, অক্ষর উল্টে বসা, লাইন অর্থাৎ পংক্তি আঁকাবাঁকা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এইসব ত্রুটিই সংশোধনই মূলত প্রুফ সংশোধন।

যাই হোক, যে-কোন মুদ্রিত রচনা (যেমন- গেবষণাপত্র্ দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, পুথি, আইনের বই, পঞ্জিকা, অভিধান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদির বই, লিফলেট, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ইত্যাদি আরও অনেক কিছু) প্রকাশের আগে ছাপাখানায় পাতার নির্দিষ্ট মাপে গ্যালি-ট্রে তৈরি করে বা আধুনিক যুগে কম্পিউটারে টাইপ করে ছাপিয়ে (কপি প্রিন্ট) নিতে হয়। প্রেসের কম্পোজিটর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দেখে সিসার অক্ষর এক একটা 'স্টিক'-এ বসিয়ে ট্রে-তে পংক্তি সাজান এবং একটি পাতায় পরপর 'স্টিক' বসিয়ে অনুচ্ছেদ তৈরির কাজটি শেষ হবার পর মেশিনের সাহায্যে বিশেষ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিশিষ্ট কাগজে ছাপ তোলেন। ফটোটাইপের যুগে স্টিকে অক্ষর বসানোর বদলে ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন মাপের অক্ষর সমন্বিত ফিল্ম একটি চাকতি বা ডিস্ক মেশিনে বসিয়ে সেখান থেকে সরাসরি কাগজে এই ছাপ তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল। বলা যায় বর্তমানের ডেস্ক টপ পাবলিশিং এবং লেটার প্রেসের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিল ফটোটাইপ প্রিন্টিং ব্যবস্থা। লেটারপ্রেসে ব্যবহৃত স্টিকে অক্ষর সাজাতেন 'কম্পোজিটর'। ফটোটাইপ যন্ত্রে তিনি কম্পোজিটরের চেয়ে 'অপারেটর' হয়ে উঠতে শুরু করলেন। বর্তমানে অক্ষর 'বসানো' নয় 'সাজানো'র কাজই করতে হয় একজন কম্পোজিটরকে। তাই আজকের ডিটিপি পদ্ধতিতে প্রকাশনার জগতে কাজটি অপারেটরের। তাঁকে অক্ষর বসানোর কাজটা করতে হয় উন্নত প্রযুক্তির ফটো-টাইপ সেটিং যন্ত্র অর্থাৎ কম্প্যুটারের পর্দায়। কী-বোর্ডের সাহায্যে একটি নতুন বা আগে ব্যবহৃত doc file-এর পর্দায় (স্ক্রিন) তিনি অক্ষর সংযোজনের কাজটি করেন। অক্ষর সংযোজনের আগে তিনি পাতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, মার্জিনের পরিমাপ, অক্ষরের প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্য, দুটো পংক্তির মধ্যবর্তী ফাঁক ইত্যাদি ঠিক করে নেন। অপারেটরের সেই নির্দেশনা মেনে পংক্তি ও অনুচ্ছেদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যান্ত্রিক ভাবে কম্প্যুটার নির্ধারণ করে। এরপর অপারেটর একটি পাতার কাজ শেষ হলে কম্পোজিটরের মতোই ছাপ তোলেন অর্থাৎ প্রিন্টার থেকে একটি 'কপি' বা 'প্রিন্ট আউট' বার করে নেন। এই ছাপ তোলা কাগজটিকেই প্রুফ বলা হয়। এটি পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত প্রতিলিপি। শুধু প্রুফ তৈরি করলেই ছাপার কাজ শেষ হয়ে যায় না। কম্পোজিটর সিসার অক্ষর বসিয়ে লাইন তৈরির সময় লেখকের পাণ্ডুলিপিটিকে হুবহু অনুসরণ করেছেন কিনা তা পাণ্ডুলিপিটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। তখন যদি দেখা যায় কম্পোজিটর পানডুলিপির কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন, কিংবা বানানে ভুল করেছেন অথবা

হস্তাক্ষর না বুঝতে পেরে অন্য শব্দ কম্পোজ করেছেন তখন ওই সব ত্রুটি সংশোধন করাই প্রুফ-সংশোধনের কাজ। যিনি এই কাজটি করেন তাঁকে প্রুফরিডার বলে। যদিও Proof'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'মুদ্রণিকা', (অর্থাৎ যে মুদ্রিত প্রতিলিপি থেকে মূল মুদ্রণের উপকরণ তৈরি হয়) তবু 'প্রুফ' শব্দটি ছাপাখানার জগতে প্রচলিত হয়ে গেছে। এখন বাংলায় প্রুফ-সংশোধন বলতে মুদ্রণিকা সংশোধন বলা যেতে পারে।

১০.৫ প্রুফ সংশোধনের পদ্ধতি

গবেষণাপত্র বা প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রুফ সংশোধনের কিছু সাধারণ নিয়ম জেনে রাখা দরকার। তবে প্রুফ সংশোধনে অতীতের অনেক নিয়ম আজ আর সব ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নেই। আবার আজকের দিনে এমন কিছু নিয়ম জরুরি হয়ে পড়েছে, যার কোন বিধিবদ্ধ রূপ নেই। আগে সিসের হরফ বসিয়ে ছাপার কাজ হত। সেখানে কোন হরফ উলটে যেত, কোন হরফ ভাঙা থাকত-ইত্যাদি। এখন কম্পিউটার টাইপের কাজ বেশী হয়। ভাঙা-হরফ বা হরফ ওল্টানোর সমস্যা নেই। তাই 'ভাঙা হরফ বদল করুন' অথবা 'উলটো হরফ সোজা করে বসান' এই জাতীয় সংকেত কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য নয় (তবে, এখনও যেখানে সিসের হরফে কমপোজ হয় সেখানে তা আজও প্রযোজ্য)।

অন্যদিকে ইদানিং কালের কম্পিউটারে Bold, Italics, Underline, Justify - ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এর জন্য নতুন কোন নিয়মও বিধিবদ্ধ নিয়ম হয়েছে বলে মনে হয় না। আমার কাজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে, নতুন-পুরাতনের সমন্বয় করে এধানে প্রুফ সংশোধনের কতকগুলি কৌশল দেখানো হল-

‿	:	জুড়ে দাও Close up.
trs./	:	স্থানান্তরিত কর বা চাল। Transfer.
L.e./	:	ছোট ছাঁদের হরফ। Small letters. (ইংরাজির ক্ষেত্রে)
sm. cap/	:	বড় ছাঁদের ছোট হরফ। Small Capitals.
cap./	:	বড় অক্ষর। Change to Capital letter
all cap/	:	সবগুলো অক্ষর বড় হাতের হবে। All Cap
ital/	:	বাঁকা অক্ষর বসাও। Replace with italic letters.
St/ through.	:	কাটা হরফ ঠিক রাখ। Put the lins though penned
N.P./	:	নতুন প্যারা আরম্ভ কর। Begin a new paragraph.
F2/	:	মোটা অক্ষর দাও। Put antique letters.

Run on	:	এক লাইনে সাজাও। Put in the same line.
d/	:	তুলে দাও বা বাদ দাও। Delete.
See Copy omitted.	:	কপি ছাড় গেছে। দেখে ঠিক কর। Insert the word or words
#/	:	ফাঁক দাও। Insert space.
’	:	Inverted comma দাও। Put inverted comma.
	:	কমা বসাও। Put a comma.
eq#/	:	ফাঁক সমান কর। Equalize spacing
Less #/	:	ফাঁক কমাও। Reduce space.
	:	কোন অক্ষর নীচে বসলে, যেমন- (উজ্জ্বল)
	:	কোন অক্ষর উপরে বসলে, যেমন- (লব্ধ)
		
F।	:	সরু হরফ।
Pt. Up	:	টাইপ বড় কর।
Pt.down	:	টাইপ ছোট কর।
=/	:	লাইন সমান কর।
××/	:	শব্দ জড়িয়ে গেলে।

১০.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

বইকে ত্রুটিহীন করে তুলতেই প্রুফ-সংশোধকের প্রয়োজন। অবশ্য পাণ্ডুলিপি সংশোধকও একটি পাঠকে ত্রুটিহীন করে তোলার জন্যই নিযুক্ত হন। এই অধ্যায়টিতে প্রুফের বিষয়ে যেমন ধারণা পাওয়া গিয়েছে তেমনি প্রুফ সংশোধনের নানান প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

১০.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- প্রুফের বিষয়ে সম্যক ধারণা পেয়েছেন।
- প্রুফ সংশোধনের নানান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

১০.৮ অতিরিক্ত পঠন

সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় (২০২৩); পাণ্ডুলিপি থেকে প্রুফ সংশোধন; কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন

বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিতা (বাংলা ১৪২২); প্রুফ সংশোধনের প্রথম পাথ; কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ

ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

✓ ১০.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। 'প্রুফ' হচ্ছে চূড়ান্ত সংশোধিত পাঠ সম্বলিত পাণ্ডুলিপির সেই মুদ্রিত কপিটি যেখানে কম্পোজিটরের নানা রকম ত্রুটি সংশোধন করার অবকাশ থাকে। পাঠকের কাছে একটি বই তখনই সমাদৃত হয় যখন সেটা ত্রুটিহীন ভাবে ছাপা হয়। ..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ১০.৩)

? ১০.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রুফ সংশোধন আসলে কী? বুঝিয়ে বলুন।

২। প্রুফ সংশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

*** *** ***